দৈনিক জনকণ্ঠ

২৪/৯/২০০৭

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কোচিং সেন্টারের নামে বিদ্যাবাণিজ্য

কামরুল হাসান/মুনতাসীর মারুফ

উচ্চশিক্ষার স্বপ্নে বিভোর ছাত্রছাত্রীদের কোমল আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে গড়ে ওঠা বিদ্যাবিপণির আরেক নাম কোচিং সেন্টার। প্রায় বিনা পুঁজিতে মোটা মুনাফার এই বাণিজ্য করতে গিয়ে কোচিং সেন্টারের মালিকরা বনে গেছেন রীতিমতো 'শিক্ষাবণিক'।

ঢাকা ও ঢাকার বাইরে এখন অসংখ্য কোচিং সেন্টার– এই সংখ্যা বাড়ছেই। অথচ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সহযোগিতার নামে বাহারি বিজ্ঞাপন আর চমকপ্রদ আশ্বাসের আড়ালে তারা বিভ্রান্ত করছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের। দু'একটি বাদে বেশিরভাগ কোচিং সেন্টারের গালভরা প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবায়নের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। তাদের রয়েছে নানা রকমের ঠকবাজি আর প্রতারণার কাহিনী। এদের প্রলোভন নিঃস্ব করে দিচ্ছে গরিব অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের। কাল্পনিক সাফল্যকে তারা নিজেদের কৃতিত্ব হিসাবে জাহির করে অবাধে হাতিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা। যে কারণে কেউ কেউ এই বাণিজ্য নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করতে পোষা মস্তানবাহিনীকে কাজে লাগাচ্ছে।

শিক্ষাবণিকরা দিচ্ছে বাহারি বিজ্ঞাপন আর চমক লাগানো সব আশ্বাস

বাংলাদেশে কোচিং সেন্টারের কনসেপ্ট শুরু হয় স্বাধীনতার পর থেকে। এর আগে কোচিং সীমাবদ্ধ ছিল প্রাইমারী ও হাইস্কুলের গণ্ডির মধ্যে। তখন স্কুলের প্রাথমিক বা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়া ছাত্রছাত্রীদের কোচিং করান হতো স্কুলের ভিতরেই। কোথাও এসএসসি পরীক্ষার আগে টেস্ট পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে ভাল ফল করানোর জন্য ছিল কোচিংয়ের ব্যবস্থা। তখন কোচিংয়ের পুরো ব্যবস্থাই ছিল স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণে। নিজের স্কুল যাতে ভাল ফল করতে পারে সে কারণে স্কুলের শিক্ষকরা এসব করতেন বিনা পয়সায়। এমনকি কোচিংয়ের জন্য টাকা নেয়ার বিষয়টিকে অপমানজনক মনে করতেন শিক্ষকরা। অবশ্য এই অবস্থা গ্রামে থাকলেও শহরে তার আগেই শুরু হয়ে যায় 'প্রাইভেট টিউশনি'। বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট বা মেডিক্যালে পড়তে আসা অভাবী পরিবারের ছেলে-মেয়েরা নিজের লেখাপড়ার খরচ মেটাতে ঢাকায় এসে টিউশনি করত। ঢাকার বাইরে এ ধরনের ছেলেরা পড়াশোনা করত অন্যের বাড়িতে জায়গির থেকে, বিনিময়ে তাকে গৃহকর্তার ছেলেমেয়েকে পড়াতে হতো। মোটামুটি এভাবেই সূচনা হয় আজকের কোচিং নামের এই কনসেপ্টটির। স্কুলের শিক্ষকদের এককভাবে পড়ানোর যে রেওয়াজ চালু হয়েছিল ধীরে ধীরে তাই হয়ে যায় বাণিজ্যিক। যে সব শিক্ষক আগে একজন ছাত্রকে পড়াতেন, ছাত্র বৃদ্ধি পাবার পর তাঁরা শুরু করেন দলবেঁধে বা গ্রুপ ধরে পড়ানোর রেওয়াজ। গ্রুপ ধরে পড়তে পড়তে তৈরি হয়ে যায় কোচিং সেন্টার নামের বিদ্যাবিপণিগুলো। ৮০'র দশকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নিয়ে ছাত্র ভর্তি শুরু করলে জমে ওঠে কোচিং সেন্টারের রমরমা ব্যবসা। তখন কোচিং সেন্টারগুলো কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রদের জন্য কোচিং করাত। মেডিক্যালের ছাত্রদের জন্য ইসলামী ছাত্র শিবির চালু করে 'রেটিনা' নামের একটি কোচিং সেন্টার। তারা মেডিক্যালে ভর্তি হতে আসা ছেলেদের বিনা পয়সায় কোচিং করানোর নামে শিবিরে ভর্তি করানোর ফাঁদ হিসাবে ব্যবহার করে রেটিনাকে। ভর্তি পরীক্ষার মৌসুম শেষ হলে শুরু হয় এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়া ছাত্রদের জন্য কোচিং। আর এভাবেই রাজধানীতে জমে ওঠে কোচিং বাণিজ্য।

ঢাকায় কোচিং সেন্টারের রকমারি বিজ্ঞাপন —জন

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, রাজধানী ও এর বাইরে মিলে এখন বড় ধরনের ৮টি কোচিং সেন্টারের ১৩৩টি শাখা রয়েছে। এ ছাড়া আরও পাঁচ শ'র বেশি কোচিং সেন্টার রয়েছে বিভিন্ন মানের। বড় কোচিংয়ের মধ্যে ঢাকায় রয়েছে ৩৫টি শাখা। অন্যসব শাখা ঢাকার বাইরে। ঢাকায় যে ৮টি কোচিং শাখা রয়েছে তার মধ্যে সানরাইজ কোচিংয়ের রয়েছে ১৩টি শাখা, এর মধ্যে ঢাকায় ৫টি। মেডিক্যালের কোচিং করে শুভেচ্ছা, রেটিনা আর ক্লাসিক। এর মধ্যে ক্লাসিকের শাখা ২০টি, ঢাকায় ৪টি। শুভেচ্ছার শাখা ২০টি, ঢাকায় ৫টি। ইউসিসির শাখা ১৮টি, ঢাকায় ৫টি। রেটিনার শাখা ১৫টি, ওমেগার ১৩টি, পজিট্রনের শাখা ১৭টি, ঢাকা কোচিংয়ের শাখা ১৭টি। এসব কোচিং ছাড়াও আরও অনেক সেন্টার রয়েছে ঢাকাসহ সারা দেশ। একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে, প্রতিবছর গড়ে ৪৫ হাজার ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে কোচিং করে। প্রতি মৌসুমে এদের কাছ থেকে কোচিং সেন্টারগুলো আদায় করে গড়ে সাড়ে ৪ হাজার টাকা করে। অর্থাৎ প্রতিবছর কোচিং সেন্টারগুলো কমপক্ষে ২০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে। তাদের এই বিপুল পরিমাণ টাকার বিপরীতে কর প্রদানের কোন ব্যবস্থা নেই। তারা কেবল একটি ট্রেড লাইসেন্স নিয়েই শুরু করে কারবার। অনেকে তাও করে না। স্কুলের শিক্ষক যাঁরা তাঁরা নিজেরা স্কুলের নাম করে স... কাটিয়ে দেন। অনেক কোচিং সেন্টারের পিছনেই থাকে স্কুলের অনেক শিক্ষকের হাত। তাঁরা ছাত্রদের বলে দেন কোন কোচিং করতে হবে। বিনিময়ে শিক্ষকরা পান নির্দিষ্ট কমিশন।

এভাবে যোগাড় হয় কোচিংয়ের ছা... অনেক কোচিং সেন্টার ছাত্রদের টা... মেরে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে এ... ঘটনাও ঘটেছে।